

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ৯, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৫ আষাঢ়, ১৪২৫ মোতাবেক ৯ জুলাই, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২৫ আষাঢ়, ১৪২৫ মোতাবেক ০৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে
উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ৩০/২০১৮

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪
(২০০৪ সনের ১ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
(সংশোধন) আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ০১ এর সংশোধন।—বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১ নং আইন); অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর
উপধারা (৩) এ উল্লিখিত “কর্মকর্তা বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর দফা (খ)
এর উপ দফা (আ), (ই), (ঈ), (উ), (ঊ), (ঋ) ও (এ) তে উল্লিখিত “কর্মকর্তা বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত
হইবে।

(৮৪৮৫)

মূল্য : টাকা ৮.০০

৪। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপধারা (১) এর—

- (ক) দফা (ক), (গ), (ঘ) ও (ঢ) তে উল্লিখিত “সংস্থাপন” শব্দের পরিবর্তে “জনপ্রশাসন” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা : “(ছ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্ম-সচিব;”;
- (গ) দফা (ঢ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঢঢ) সন্নিবেশিত হইবে, : “(ঢঢ) বোর্ডের পরিচালক;” এবং
- (ঘ) দফা (ত) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ত) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—“(ত) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১৩ হইতে ২০ গ্রেড এর কর্মচারীদের কল্যাণ সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১৩ হইতে ১৬ গ্রেড এর কর্মচারীদের একজন প্রতিনিধি এবং ১৭ হইতে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের একজন প্রতিনিধি;”।

৫। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—“(ঘ) কোন কর্মচারীর মৃত্যু হইলে উক্ত কর্মচারীর পরিবারকে যৌথ বীমা বাবদ বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান;”।

৬। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপধারা (২) এর দফা (জ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (জ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা : “(জ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১৩ হইতে ২০ গ্রেড এর কর্মচারীদের কল্যাণ সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ১৩ হইতে ১৬ গ্রেড এর কর্মচারীদের একজন প্রতিনিধি এবং ১৭ হইতে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের একজন প্রতিনিধি;”।

৭। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “বেতনের শতকরা একভাগ অথবা পঞ্চাশ টাকা ইহার মধ্যে যাহা সর্বনিম্ন, বেতন হইতে” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “বেতন হইতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “কর্মকর্তার” শব্দের পরিবর্তে “কর্মচারীর” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর দফা (খ) এর—

- (ক) দুইবার উল্লিখিত, “তফসিলে উল্লিখিত” শব্দগুলির পরিবর্তে, উভয়স্থানে, “বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) শর্তাংশে উল্লিখিত “মৃত্যুবরণ করিলে” শব্দগুলির পরিবর্তে “মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৭ তে উল্লিখিত “সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতনের হারে চব্বিশ মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে অর্থ” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) ও (৪) এ উল্লিখিত “তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর” শব্দগুলির পরিবর্তে “চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১৩ হইতে ২০ গ্রেড এর” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “কর্মকর্তার” শব্দের পরিবর্তে “কর্মচারীর” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এ উল্লিখিত “কর্মকর্তা ও” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১২। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এ উল্লিখিত “কর্মকর্তা” শব্দটির পরিবর্তে “কর্মচারী” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর—

- (ক) দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর অনুচ্ছেদ (iv) এ, দুইবার উল্লিখিত, “কর্মকর্তা ও” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং
- (খ) দফা (খ) এর উপ-দফা (ই) তে “কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী হিসাবে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মরত কর্মকর্তা ও” শব্দগুলির পরিবর্তে “কর্মচারী সরকারী কর্মচারী হিসাবে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মরত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের তফসিল এর বিলোপ।—উক্ত আইনের তফসিল বিলুপ্ত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশন, ২০১৩ এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা, যৌথবীমার প্রিমিয়াম এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভিন্ন সাহায্য মঞ্জুরির পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এ অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত থাকায় যে যে স্থানে অর্থের পরিমাণ উল্লেখ রয়েছে সেসব স্থানে সংশোধন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তাছাড়া অর্থের পরিমাণ সময়োপযোগী করার প্রয়োজনে বারংবার আইন সংশোধন পরিহার করার সুবিধার্থে এবং টাকার অংক সময়ে সময়ে পরিবর্তন সহজতর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে বিলটির ভেটিং গ্রহণ করে মন্ত্রিসভা হতে চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ এর বিলটি আইনে পরিণত করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বিলটি আইনে পরিণত করার জন্য বিলটি উপস্থাপন করা হ'ল।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

আ. ই. ম গোলাম কিবরিয়া

দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব।